মসজিদ থেকে জুতা চুরি নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ১০

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মসজিদ থেকে জুতা চুরিকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে।

গতকাল বুধবার (৫ মার্চ) রাত ১০ টার দিকে উপজেলার গোকুলনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে এক ব্যক্তির অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে দিগনগর ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক ও ইউপি সদস্য মতিয়ার রহমানের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। বুধবার রাতে আব্দুল মালেকের এক সমর্থকের জুতা চুরি হয়। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হয়। পরে দুই গ্রুপের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার পরিদর্শক(তদন্ত) শাকিল আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গাংনীতে মসজিদে নামাজ পড়ানো নিয়ে সংঘর্ষে আহত-১০

পবিত্র শবে বরাতের রাতে ইমামের অনুপস্থিতিতে মসজিদে এশার নামাজ পড়ানোকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া উত্তরপাড়া জামে মসজিদের সামনে রবিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে এই সংঘর্ষের ঘটনা

ঘটে।

আহতদের মধ্যে হিজলবাড়িয়া গ্রামের মুমরেজের ছেলে বাদশা মিয়া (৬০), সিরাজুল ইসলাম(৫০), মৃতু আব্দুর রহমানের ছেলে নবিছদ্দীন (৫০) কে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিরা স্থানীয়ভাবে গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিয়েছেন।

মসজিদের কয়েকজন মুসল্লী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ আজমাইন হোসেন পাশের গ্রামে মিলাদ পড়তে যাওয়ায় অনুপস্থিত ছিলেন। যে কারনে সবার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুসল্লীদের মধ্যে থেকে মাহফুজ আলম নামের একজন ইমামতি করেন। নামাজ শেষে নজরুল ইসলাম নামের অপর এক মুসল্লী মসজিদের বাইরে এসে নামাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন নামাজ পড়ানো হয়নি। এনিয়ে মুসল্লীদের মধ্যে দুই ভাগ হয়ে একে অপরের সাথে বাকবিতন্ডায় লিপ্ত হয়। বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এসময় উভয় পক্ষই লাঠিসোটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন।

খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেন। মসজিদ কমিটির সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন জানান, মসজিদের ইমাম সাহেব ছুটি নিয়ে পাশের গ্রামে মিলাদ পড়াতে যাওয়ায় মাহফুজ আলমকে ইমামতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে সমস্যা হওয়ার কথা না।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ দেইনি। লিখিত অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে মসজিদ ভেঙে টিন লুট

ভিন্ন মতাবলম্বীদের

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী ইউনিয়নের মহব্বতপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় আহলে হাদীস মতবালম্বীদের মসজিদ ভেঙে লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। লুটপাটের অভিযোগে মামলাও হয়েছে হানাফি মাজহাবের কয়েকজন মতাবলম্বীর বিরুদ্ধে।

স্থানীয়রা জানান ২২ সালের ডিসেম্বর মাসে আহলে হাদিসের মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করা হয়। গত অক্টোবর মাসে উক্ত জমিতে টিনের চাল ও বাঁশের বেড়া দিয়ে একটি মসজিদ তৈরি করা হয়। মসজিদ তৈরির পর থেকেই কয়েকজন ব্যক্তি মসজিদ ভাঙার পায়তারা সহ মসজিদ নির্মাণকারীদের নানা রকম হুমকি ধামকি প্রদান করে আসছিল।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ৯ ডিসেম্বর ফজরের নামাজের পর থেকে আহলে হাদিসের অনুসারীরা উক্ত মসজিদে নামাজ পড়া শুরু করলে তারা মসজিদ ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেয়।

বিষয়টি নিয়ে আহলে হাদিসের সভাপতি হামিদুল ইসলাম রতন গাংনী থানায় একটি অভিযোগ করেন।

পরবর্তীতে ঐ দিনই মাগরিবের নামাজের পর মহব্বতপুর পশ্চিম পাড়ার মৃত রবিউদ্দিনের ছেলে আব্দুল খালেক, মৃত জমির উদ্দিনের ছেলে মোঃ ওহিদ আলী (৫৫), আব্দুল আজিজের ছেলে মোঃ মজনু আলী (৪০), আব্দুলের ছেলে মন্টু হোসেন (৫৫),আফসার উদ্দিনের ছেলে হাফিজুল ইসলাম (৫২), আব্দুল খালেকের ছেলে মারুফ হোসেন (৪০), মৃত রমজান আলীর ছেলে হোসেন (৫০), আব্দুল কাদেরের ছেলে রকিবউদ্দিন (৩৬), মৃত মনির ছেলে আবুল কালাম (৫০) সহ হানাফী মাযহাবের কয়েকজন আহলে হাদিসের মসজিদটি ভেঙে ফেলে। অতপর মসজিদের টিনের চালা সাথে করে নিয়ে যায় এবং চাটাই গুলো পাশের পুকুরে ফেলে দেয়।

পরে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মসজিদের টিন ও চাটাই উদ্ধার করে। আহলে হাদিস মসজিদ কর্তৃপক্ষের অভিযোগ অনুযায়ী পরবর্তীতে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

মেহেরপুরের টুঙ্গিতে মসজিদ না ভাঙতে মন্ত্রণালয়ে গ্রামবাসীর আবেদন

মসজিদ ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণের বিরোধিতা করে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবের কাছে আবেদন করেছে মেহেরপুর জেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের টঙ্গী গ্রামের মধ্যপাড়া গ্রামের অধিবাসীরা।

আবেদনের অনুলিপি সূত্রে জানা গেছে, ১৯৫৬ সালে মধ্যপাড়া গ্রামের মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। মসজিদটি নির্মাণের ক্ষেত্রে গ্রামের অনেকের অবদান রয়েছে। সম্প্রতি (২/৩ বছর আগে) মসজিদটির সংস্কার করে দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

এখনো এই মসজিদের উন্নয়ন কাজ চলমান আছে যেমন, মসজিদের প্রাচীর নির্মাণ, সিঁড়ি ঘর নির্মাণ, গেট নির্মাণ ও ইমাম সাহেবের ঘর নির্মাণ ইত্যাদি। এসব কাজ শেষ করতে আরো সহযোগিতা প্রয়োজন। কিন্তু মসজিদের নির্মাণের বাকি অংশের কাজের উন্নয়নের সহযোগিতা না করে একটি মহল পুরো মসজিদটি ভেঙে পুনরায় নির্মাণের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। যা রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয় বলে ভাবছে অভিযোগকারীর।

একটি মহল মুসলমানদের পবিত্র স্থান মসজিদের মত একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে গ্রামের পরিবেশ নষ্ট করতে চায় বলেও আবেদনকারীরা সচিব বরাবর তাদের আবেদনে অভিযোগ করেছেন।

সরজমিনে পিরোজপুর মধ্যপাড়া মসজিদ সন্নিকটস্থ এলাকায় যে দেখা যায় পুরাতন মসজিদটি ভেঙে নতুন মসজিদ তৈরি নিয়ে পক্ষ ও বিপক্ষে ভিন্ন মতাবলম্বী লোক রয়েছে।

মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি মারফুল হোসেন বলেন, ‘সকলে সিদ্ধান্ত নিলেও রাজনৈতিক ভিন্ন মতাদর্শের ২-৩ জন যারা বিএনপি ও জামাতের রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট তারা মসজিদ পুনঃনির্মাণের বিরোধিতা করছে।’

মসজিদ কোন নির্মাণে বিরুদ্ধে কারীদের একজন লিটন। তিনি বলেন,’ মাত্র দুই বছর আগে মসজিদটি দোতলা করা হয়েছে। আপনারা একটু

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পরিষদের পক্ষ থেকে সব ধরণের সহযোগীতার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, আমি আপনাদের পাশে থেকে সব সময় সেবা করতে চাই। তিনি সকলের কাছে তার জন্য দোওয়া র্প্রার্থনা করেন।

মসজিদে কাতার সোজা করাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ দুজন জখম

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামে আহলে হাদিস জামে মসজিদে সামনের কাতার ফাঁকা রেখে নামাজ পড়াকে কেন্দ্র করে বাক বিতন্ডার জেরে দুজনকে কুপিয়ে জখম করেছে কয়েকজন মুসুল্লী। আহতদেরকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৮ আক্টোবর) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর সদরের কালিগাংনী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হচ্ছেন- কালিগাংনী গ্রামের মৃত সদর আলীর ছেলে শফিকুল ইসলাম (৩০) ও তার ভাই রফিকুল ইসলাম(২৮)।

আহত সুত্রে জানা গেছে, কালীগাংনী আহলে হাদিস জামে মসজিদে শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় সামনের কাতার ফাকা রেখে রফিকুলসহ কয়েকজন পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে । নামাজ শেষে মসজিদের মুসুল্লিদের সাথে তাদের কথা কাটাকাটি হয় ।

আজ শনিবার সকালে রফিকুল বাড়ি থেকে বের হলে গ্রামের রাশেদ, মান্নান, হামিদুল শহিদুল ও মহিবুল দেশীয় অস্ত্র দা কুড়াল, রামদা নিয়ে আক্রমন করে। এসময় শফিকুল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার ভাই রফিকুল ইসলাম তাকে উদ্ধার করতে আসলে তাকেও জখম করে। পরে এলাকাবাসী ও পরিবারের লোকজন তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান আহত দুজনের আবস্থা আশংকা মুক্ত নয়। দুজনেরই মাথাই গভীর ক্ষত রয়েছে। আহত শফিকুল ইসলামের শরিলে ১৩ টা ও রফিকুল ইসলামের শরিলে ১৪ টা সেলাই হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

মসজিদটি স্থাপন হলেও সেখানে প্রধান শিক্ষককে কমিটির নামে মাত্র সভাপতি রেখে সকল ধরণের কর্মকান্ড পরিচালনা করেন কমিটির সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য সদস্যরা।

এছাড়া ওই কমিটির সদস্যরা কর্তপক্ষকে না জানিয়ে মসজিদের টয়লেট নির্মাণ করে জোর করে অতিরিক্ত জায়গা দখল করেছে বলেও অভিযোগ করেন প্রধান শিক্ষক।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মসজিদ কমিটির ওই সকল সদস্যরা তদন্তকারীর সামনে প্রধান শিক্ষক যখন বলছিলেন, আমি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে ইট পর্যন্ত পাহারা দিয়ে থাকি।

এসময় এসএম আকিব নামের এক যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে প্রধান শিক্ষককে বলেন “আপনি তো স্কুলে থাকেন না, ইট পাহারা দিলেন কখন? তদন্ত কমিটির প্রধানের সামনেই প্রধান শিক্ষককে নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে স্কুলের গাছ, কাঠসহ অন্যান্য উপকরণের খোঁজ নেন তারা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খোরশেদা আলম মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, উপপরিচালক স্যার তদন্ত করেছেন। তবে কোন সিদ্ধান্ত জানাননি। সিদ্ধান্ত পরবর্তিতে জানাবেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের মসজিদ কমিটির নিয়ে বিড়ম্বনায় স্কুল কর্তৃপক্ষ, সরকারি স্কুলের মসজিদের স্টিয়ারিং প্রভাবশালীদের হাতে” শিরোনামে গত ২৫ জুন মেহেরপুর প্রতিদিনে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়।

সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার পর মসজিদ কমিটির ওই সদস্যরা প্রধান শিক্ষককে বিভিন্নভাবে হুমকি ধামকিও দেন।

এ সংক্রান্ত সংবাদ পড়ুন সরকারি স্কুলের মসজিদের স্টিয়ারিং প্রভাবশালীদের হাতে

আলমডাঙ্গায় প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে মডেল মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় ১১ কোটি ৯৬ লাখ টাকা ব্যয়ে মডেল মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন উদ্বোধন করেন।

মডেল মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধনের এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর উপ-পরিচালক রবিউল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন আলী, গণপূর্তের উপ-সহকারী প্রকৌশলী শফিক আহামেদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগ এর যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম
জোয়ার্দ্দার টোটন, সাংঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু,

কোষাধ্যক্ষ সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদার আলী রেজা সজল, উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, উপজেলা আওয়ামীলীগ এর ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সাংগঠিনক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুন,

পৌর আওয়ামীলীগ সভাপতি দেলোয়ার হোসেন ,পৌর আওয়ামীলীগ এর সাবেক সভাপতি আবু মূসা, কুমারী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ সভাপতি চেয়ারম্যান আবু সাঈদ পিন্টু, বেলগাছী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ এর সাধারন সম্পাদক মাহমুদ হাসান চঞ্চল, আলমডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রী কলেজের সভাপতি আশরাফুল হক, ছাত্রলীগ নেতা হাসান, সাকিব, রকি প্রমুখ।

গাংনী দারুচ্ছালাম জামে মসজিদে

নতুন কমিটি গঠন

দীর্ঘ ১৬ বছর পর মেহেরপুরের গাংনী বাজার দারুর্চ্ছালাম জামে মসজিদে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বাদ জুম্মা গাংনী দারুচ্ছালাম জামে মসজিদে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটিতে সভাপতি হাজী মহসিন আলী ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রতি ৩ বছর অন্তর অন্তর কমিটির নির্বাচন হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সাথে নবনির্বাচিত কমিটির সদস্য সংখ্যা ২/৩ জন অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে নতুন কমিটিকেই দায়িত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ নতুন কমিটি নির্বাচনের প্রস্তাব ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

কমিটির অন্যান্য পদের সদস্যরা হলেন: সহ-সভাপতি হাজী আলফাজ আলী, যুগ্ম সম্পাদক আশরাফুজ্জামান বাবু, কোষাধ্যক্ষ হাজী আবুল বাশার, সদস্য হাজী হাসানুজ্জামান, হাজী হাফিজুর রহমান মানিক, রবিউল ইসলাম, হাফিজুল ইসলাম, হাজী জাহিদুল ইসলাম, হাজী আসাদুল আলম খোকন, ফজলুর রহমান, আনারুল ইসলাম বাবু ও সিদ্দিকুর রহমান।

এ সময় উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ, গাংনী থানা পুলিশের সেকেন্ড অফিসার এসআই হাবিবুর রহমান হাবিব, ইমাম রুহুল আমিন, মোয়াজ্জিন ইউসুফ আলীসহ প্রায় ৩ শতাধিক মুসল্লীগন উপস্থিত ছিলেন।

মসজিদে যেতে চাইলে যেসব শর্ত মানতে হবে

আগামীকাল বৃহস্পতিবার (৭ মে) শর্তসাপেক্ষে দেশের সব মসজিদ খুলে দেয়া হচ্ছে। মসজিদে নামাজ আদায় করতে হলে যেসব শর্ত মানতে হবে-

শর্তগুলো হচ্ছে

*প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর পুরো মসজিদ জীবানুনাশক দ্বারা পরিস্কার করতে হবে

*মসজিদে প্রবেশের পূর্বে স্যানিটাইজার বা হাত ধোঁয়ার সাবান রাখতে হবে

*অজু বাসা থেকে করে আসতে হবে

*সুন্নত নামাজ বাসায় আদায় করতে হবে

*নামাজের কাতারে দাঁড়ানোর সময় তিন ফুট দূরত্বে দাড়াতে হবে ও এক কাতার বাদ দিয়ে কাতার তৈরি করতে হবে।

*মসজিদে সংরক্ষিত জায়নামাজ ও টুপি ব্যবহার করা যাবে না

*মসজিদে ইফতার ও সেহরির আয়োজন করা যাবে না

*মসজিদে কার্পেট বিছানো যাবে না

*শিশু, বয়োবৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তি জামায়াতে নামাজ আদায় করতে পারবে না

*অসুস্থ ব্যক্তিদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি জামায়াতে অংশ নিতে পারবে না।